ক্ষত্রিয়দের, মাতঙ্গদের, আভীরদের, কৈবর্তদের, ব্রাহ্মণদের, বণিক এবং কলবর্দের উল্লেখ আছে। এই ক্ষত্রিয়দের পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। K.V. Subrahmanya Aiyar এদের প্রথম রুদ্রদামার সঙ্গে তুলনা করেছেন; Dr. S. Chattopadhyay এদের মতিলা সম্ভবত উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতেন। এবং আভীর, কৈবর্ত ও কলবর্দের অধীনস্থ শাসক ছিলেন। চন্দ্রবর্মাকে পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়ার শাসক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সমুদ্রগুপ্তের অন্যতম বিজয় অভিযানের দক্ষিণ ভারতের অভিযান বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ERAN শিলালিপি হইতে জানা যায় বিষ্ণুগুপ্ত সমগ্র পূর্বাঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য কালে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার দক্ষিণ ভারতে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উত্তর ভারতের অনেক রাজা দক্ষিণ ভারতের দ্বারকা (Dwaraka) এবং কাঞ্চিপুরম ও কেরালা। এবং তামিলনাড়ুর কৃষ্ণপুরম জেলার কৃষ্ণপুরম (Krishnapura) গিয়া কৃষ্ণ বন্দনা করিতেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িবার পর বাংলার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে Samatata (সমতট) অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বারকা (Dwaraka) এবং কাঞ্চিপুরম ও কেরালা। এবং তামিলনাড়ুর কৃষ্ণপুরম জেলার কৃষ্ণপুরম (Krishnapura)।

মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িবার পর বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে কোন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সেইজন্য মৌর্য পূর্বোক্ত (Mauryas) অন্ধ্রভৃত্য (Andhras) মাদ্রক (Madrakas) প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতিরা। Dr. R.C. Majumdar মন্তব্য করিয়াছেন যে 'সমুদ্রগুপ্তের সময় উত্তর ভারত লইয়া সারা ও মূল। এখনও প্রতিবেশী কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতানা, মিথিলা এবং উত্তর প্রদেশের কোন কথা নাই। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে চিত্রশালা, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমাংশ (Chimplepet) লইয়া গঠিত এক বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ছড়াইয়াছিল। Dr. S. Chattopadhyay তাহার 'History of Northern India' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল উত্তরপ্রদেশ, [illegible], পশ্চিমবাংলা, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রেমারাধন প্রসিদ্ধ কাব্যকর স্বাধীন রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সহিত তাহাদের মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এই রাজ্যগুলি হইল সমতট, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর, মালব, আর্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভীর, প্রার্জুন, সনকানিক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি। মুরুন্দস (Murundas) কাব্যিকারদের কথা বলা হইয়াছে। [illegible] সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৫. Classical Age : i.e. Augustan Age

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল তাহা সর্বজনস্বীকৃত। সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা কবি ও পণ্ডিতগণের মিলনক্ষেত্র ছিল। তাঁহার সভাকবি হরিষেণের রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি শুধু একজন বীর যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজসভায় বসুবন্ধু, অসঙ্গ, হরিষেণ প্রমুখ বহু পণ্ডিত ও কবি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁহার রাজসভা কবি হরিষেণের রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি শুধু একজন বীর যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজসভায় বসুবন্ধু, অসঙ্গ, হরিষেণ প্রমুখ বহু পণ্ডিত ও কবি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁহার রাজসভা কবি হরিষেণের রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি শুধু একজন বীর যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজসভায় বসুবন্ধু, অসঙ্গ, হরিষেণ প্রমুখ বহু পণ্ডিত ও কবি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁহার রাজসভা কবি হরিষেণের রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি শুধু একজন বীর যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজসভায় বসুবন্ধু, অসঙ্গ, হরিষেণ প্রমুখ বহু পণ্ডিত ও কবি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা সর্বজনস্বীকৃত।

* যাহার ফলে তিনি নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

২০ লাইন তাহার দক্ষিণ ভারত জয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছে। ২১ হইতে ২৩ লাইন আর্য্যাবর্ত্ত উত্তর ভারত অভিযানের এক নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এই অভিযান গুলি ঐতিহাসিক ভাবে বর্ণনা করিলে দেখা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর-ভারত দুইবার সামরিক বিজয়ে বাহির হন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মত বিশেষত Dr. S. Chatterjee এবং N.N. Gosh সমুদ্রগুপ্তর দুইবার উত্তর ভারত অভিযানের কথা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক তথ্য হইতে প্রমাণ করা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত কার্যত দুইবার উত্তরভারত অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারত অভিযানের পূর্বে সমুদ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম গঙ্গা, যমুনা উপত্যকার সমস্ত প্রতিবেশী রাজার রাজাগণকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জী তাহার 'Gupta Empire' গ্রন্থে বলিয়াছেন 'If the war of succession is a fact then this king probably supported the rivals of Samudragupta & wanted to take advantage of the domestic troubles". ঐতিহাসিক N.N Gosh এর মতে "কবিতে আছে সমুদ্রগুপ্ত অহিচ্ছত্রের রাজা অচ্যুতদেব কে, মথুরার নাগসেন কে এবং পদ্মাবতীর গণপতিনাগকে এবং কোটা পরিবারের রাজপুত্র কে পরাস্ত করিয়াছিলেন"। অহিচ্ছত্র বর্তমান কালের রামনগর এবং বেরেলী জেলার সহিত পরিচিত হইয়াছে। নাগসেন এবং গণপতি নাগ মথুরা এবং গোয়ালিয়র নিকটবর্তী পদ্মাবতী শাসন করিতেন। Kota (কোটা) রাজগণ সম্ভবত শ্রাবস্তী অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ডা: জয়-সওয়াল (Jayaswal) 'History of India' গ্রন্থে বলিয়াছেন: "These princes formed a league against Samudragupta & their combind forces were routed by him in a battle of Kausambi" যাহাই হউক এই উক্তির প্রমাণে কোন শক্তিশালী যুক্তি পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ ভারত অভিযানে সমুদ্রগুপ্ত 'ধর্মবিজয়' নীতি অবলম্বন করেন। যাহার তিনটি অংশ ছিল ① গ্রহণ অর্থাৎ শত্রুকে দমন ② মোক্ষ অর্থাৎ শত্রুকে মুক্তিদান ③ অনুগ্রহ অর্থাৎ শত্রুকে তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠানের সুযোগ দান। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জী (R.K. Mukherjee) বলিয়াছেন 'সমুদ্রগুপ্ত সুদূর উত্তর ভারত হইতে দূরবর্তী দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন। এবং তিনি সমগ্র ভারতে সার্বভৌম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন*। তিনি আরও বলিয়াছেন যে প্রথম আর্যাবর্ত যুদ্ধের পর আধুনিক 'Rewa' এবং জব্বলপুর জেলার মধ্য দিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণভারতের দিকে অগ্রসর হন। এই মত সমর্থন করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে সমুদ্রগুপ্ত 'আটবিক' রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এবং ইহা দক্ষিণ ভারত

৫. Classical Age : R. C. Majumdar — ① গুপ্ত যুগের মত যে [illegible] গৌরবপূর্ণ ও সুসংহতি সাম্রাজ্য কোন যুগে ছিল না, [illegible] চন্দ্রগুপ্তের বিক্রম, সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা, স্কন্দগুপ্তের কৃতিত্ব ও [illegible] সাম্রাজ্যকে [illegible] করিয়াছে। ② সমুদ্রগুপ্তের [illegible] [illegible] হরিষেণ [illegible] [illegible] II চন্দ্রগুপ্তের [illegible]

সংগৃহীত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার হিন্দু উপনিবেশগুলিও সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল।

হরিষেণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উপনিবেশগুলিতে বৈদেশিক শাসকগণ প্রকাশ্যভাবে সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত কিছু দুর্বল শাসক তাহার বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌমত্ব বিক্রয় না করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সাহায্য লাভ। দূরবর্তী শক্তিগুলির মধ্যে শক এবং কুষাণরা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় সমাপ্তির পর অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং হরিষেণ সমসাময়িক কালের সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞকে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য তিনি কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রাও প্রচলন করেন।

G. P. Mahavidyalaya.
Dept. of History
Sem - II (Hons) History of India (600 B.C - 650 A.D)
Bibekananda Sinhai

Module - IV
AHHST
201 C - 3

॥ এলাহাবাদ প্রশস্তির আলোকে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব ॥

ঐতিহাসিক ড. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলিয়াছেন "It was the aim of Samudragupta to bring about the political unification of India & make himself an 'ekrat' or soule ruler like Mahapadma".

সিংহাসন আরোহণের পরমুহূর্তেই রাজচক্রবর্তীর স্বপ্ন সমুদ্রগুপ্তের মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে অবতীর্ণ হন। উত্তর ভারত জয়ের সময় তিনি 'দ্বিগ্বিজয়' নীতি অনুসরণ করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি তাহার শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। দক্ষিণ ভারতে তিনি 'ধর্মবিজয়' নীতি অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি শত্রুদের পরাজিত করিতেন কিন্তু তাহাদের রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করিতেন না।

এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রশস্তির ১৩ হইতে ১৪ লাইন সমুদ্রগুপ্তের 'আর্যাবর্ত' জয়ের কথা উল্লেখ করে। এবং ১৯ হইতে

৫. Classical Age : R. C. Majumdar — (১) তিনি মনে করেন যে [illegible] শক্তিদুর্গ ও সুসংগঠিত সাম্রাজ্য [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible]। (২) সমুদ্রগুপ্তের [illegible] [illegible] II চন্দ্রগুপ্তের [illegible]

সংগৃহীত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার হিন্দু উপনিবেশগুলিও সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল।

হরিষেণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উপরিলিখিত বৈদেশিক শাসকগণ (প্রকাশ্য)ভাবে সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত কিছু দুর্বল শাসক তাঁহার বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌমত্ব বিক্রয় না করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সাহায্য লাভ। দূরবর্তী শক্তিগুলির মধ্যে শক এবং কুষাণরা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় সমাপ্ত হওয়ার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং ইহা সমসাময়িক কালের সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞকে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য তিনি অশ্বমেধ স্বর্ণ মুদ্রাও প্রচলন করেন।

অভিযানের পূর্বেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এলাহাবাদ প্রশস্তি দ্বিতীয়বার আর্যাবর্ত যুদ্ধের পর 'আটবিক' রাজ্য জয়ের উল্লেখ করিয়াছে। ড: জয়সওয়াল বলিয়াছেন "So it is better to think that Samudragupta proceeded in his Southern Campaign through Sambhalpore route".

দক্ষিণভারত অভিযানের সময় সমুদ্রগুপ্ত মোট ১২ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কৌরলার মন্টরাজ, পিষ্টপুরমের মহেন্দ্রগিরি, কোট্টুরের স্বামীদত্ত, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, বিশাখাপত্তনের দমন, বেঙ্গির হস্তিবর্মন, অবমুক্তর নীলরাজ, পালক্কার উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের এবং কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

Fleet এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিতের মতে দক্ষিণপূর্ব ভারত অভিযানের পর সমুদ্রগুপ্ত খান্দেশ এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত নিজ আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহাদের মতের সমর্থনের জন্য তাহারা খান্দেশের সহিত 'ERANDAPOLLA'কে এবং মহারাষ্ট্রের সহিত দেবরাষ্ট্রকে মিল করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক Dubreuil Erandapolla কে গঞ্জাম জেলার Erandol এর সহিত পরিচিত করিয়াছেন, এবং দেবরাষ্ট্রকে বিশাখাপত্তম জেলায় বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং অধিকাংশ পণ্ডিতই এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন। উহাদের মধ্য এবং পশ্চিমভারত কার্দমক শাসকদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই নামগুলি সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত রাজ্যগুলির তালিকায় দেখা যায়না। এবং ইহা হইতে নিশ্চিত বলা যায় যে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের অভিযান সাফল্য লাভ করে নাই। এবং তাহার অভিযান সম্ভবত শুধুমাত্র দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণভারত অভিযানের সময় তাহার বিরুদ্ধে উত্তরভারতে একবিদ্রোহ দেখা দেয়; এবং যাহার ফলে প্রথম আর্যাবর্তের রাজ্যগুলি, প্রয়াগের পশ্চিমাংশ তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নূতন অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া তিনি দ্রুত উত্তরভারত অভিমুখে রওনা হন। এবং উত্তর ভারতে নয়টি (৯) রাজ্য সংঘকে আয়ত্বে আনিয়া নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। Dr. S.K. Chatterjee তাহার 'History of North India' গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ প্রশস্তি সমুদ্রগুপ্তের দ্বিতীয়বার আর্যাবর্ত অভিযানে নয়জন রাজার পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে। এই নয় জন রাজার মধ্যে যথাক্রমে রুদ্রদেব, মতিল, নাগসেন, এবং গণপতি নাগ যাহারা প্রথম অভিযানে পরাজিত হইয়াছিলেন, সম্ভবত তাহারা বিদ্রোহের কারণে পুনরায় [illegible] প্রাপ্ত হন। N.N. GOSH তাহার 'Early History' গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর জয়ের উত্তর ভারতের সংগ্রামের মধ্যে